পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন
Report of the Board of Directors

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আস্‌সালামু আলাইকুম,

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে সকল অংশগ্রহনকারী শেয়ারহোল্ডাবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। এই কোভিড-১৯ এর মাঝে ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে আপনাদের সদয় উপস্থিতি আমাদেরকে আনন্দিত করেছে এবং এই সভাকে পূর্ণতা দান করেছে। এজন্য আমি আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সাথে আমি ৩০ জুন ২০২১ইং সমাপ্ত ১২ মাসের নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সহ নিরীক্ষিত হিসাব ও কোম্পানীর বাৎসরিক কার্যক্রমের উপর পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

শিল্প সম্পর্কিত অবহিতি:

বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। আমাদের দেশ বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উল্লেখযোগ্য বস্ত্র সামগ্রী রপ্তানী করছে। রপ্তানী ছাড়াও দেশের কাপড়ের আভ্যন্তরীন চাহিদাও যথেষ্ট পরিমানে আছে। সফ্‌কো স্পিনিং মিলের উৎপাদিত বিভিন্ন কাউন্টের সুতা দেশের স্থানীয় বুনন ও পোষাক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ২০১৭ সাল হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়ে বি,এম,আরই করার ফলে সফ্‌কো স্পিনিং মিল স্থানীয় বাজারে বর্তমানে উন্নত গুনগত মান সম্পন্ন সুতার প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজের অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আশা করা যায় কোভিড-১৯ এর প্রভাব কমে গেলে সফকো স্পিনিং মিল স্থানীয় বাজারে আরো প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে।

সফ্‌কো স্পিনিং মিলের পুরানো মেশিনগুলোর সংস্কার ও পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ২২তম, ২৩তম, ২৪তম সাধারণ সভায় আপনাদের অবহিত করে এবং আপনাদের মতামত ও পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক বিশেষ করে ব্যাংক এশিয়া এর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে এবং প্রিমিয়ার ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে নূতন মেশিন ক্রয় করে মিলের অনেক পুরানো মেশিনের স্থলে নূতন মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয় এবং অনেক পুরানো মেশিনের সংস্কার ও রি-কন্ডিশনিং করা হয়।

মিলে নুতন মেশিনারী যথা- একটি আধুনিক ব্লো রুম, ২টি সিমপ্লেক্স ফ্রেইম ও ৮০টি নূতন স্পিনিং ফ্রেইম ৫টি অটোকোনার ২টি স্কুটাইপ কমপ্রেসার ক্রয় করে মিলে সংযোজন করা হয়েছে। প্রায় সকল কাজ মার্চ ২০১৯ সনে শেষ হয়েছে। নতুন মেশিন এর অনেকগুলির স্থাপনার স্থান সংকুলানের জন্য মিলে ১৮,০০০ বর্গফুটের একটি নুতন শেড / বিল্ডিং এর নির্মাণ করা হয়েছে। এই নব নির্মিত ফ্যাক্টরী শেড এ উৎপাদন যথার্থ রাখার জন্যে একটি নূতন এসি প্লান্ট এর প্রয়োজনীয় মেশিনারীর ও ডাক্ট ম্যাটেরিয়াল সংস্থাপন করা হয়েছে।

মিলের বি,এম,আরই এবং নুতন মেশিনারীর কাজ সমাপ্ত করে ২০১৯ সালে যখন মিল হইতে সুফল পাওয়া শুরু হওয়ার কথা ঠিক তখনই সুতার স্থানীয় বাজারে অকল্পনীয় মন্দার কারনে মিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়া শুরু হয় যাহা ২০২০ সনের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।

ঐ সময়ে স্থানীয় বাজারে সুতার দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় আমরা সুতার প্রত্যাশিত মূল্য হইতে অনেক কম মূল্য পেয়েছি। উৎপাদন অপেক্ষা কম মূল্যে সুতা বিক্রয়ের কারনে মিলগুলি আর্থিক লোকসান দিয়ে পরিচালিত হচ্ছিল, এরই ফলশ্রুতিতে মিলের পক্ষে ব্যাংক সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়দেনা পরিশোধে অপারগতা সৃষ্টি হয়েছিল।

এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি অবসানের পূর্বেই অকস্মাৎ বিশ্বজোড়া মহামারী কেভিড-১৯ এর আগমন ঘটায় দেশের অর্থনীতির সাথে টেক্সটাইল সেক্টর আরো বিপর্যয়ের মূখে পড়ে। কোভিড-১৯ এর কারনে মিল মার্চ ২০২০ হতে কয়েক দফায় কয়েক মাস বন্ধ রাখতে হয়। জুন ২০২০ সন হতে স্বল্প আকারে মিল চালু করার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন সহ সকল খরচপত্র মিলকে বহন করতে হয়, যদিও ঐ সময় কালে উৎপাদন ও বিক্রয়জনিত আয় হতে মিল বঞ্চিত থাকে। ফলে বছর শেষে কোম্পানীর লোকসানের পরিমান আরো বেড়ে যায়।

আপনারা অবগত আছেন যে, উপরোক্ত পর পর দুই বৎসর কোম্পানীর লোকসানের কারনে কোম্পানীর পক্ষে ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে কোন ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ২০২০ সনের কোভিড-১৯ এর প্রকোপ শেষ হওয়ার পূর্বেই ফেব্রুয়ার/মার্চ ২০২১ হতে আবার কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় দফা আক্রমনে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন দফায় শিল্প কারখানা মাসাধিক কাল বন্ধ রাখতে হয়। দেশে স্থানীয় বাজারজাতকারী অন্যান্য শিল্প কারখানার মত আমাদের প্রতিষ্ঠানও সংকটের সম্মূখীন হয়। দোকান পাট, বিক্রয় কেন্দ্র, যানবাহন বন্ধ থাকার কারনে, মাঝে মাঝে উৎপাদন সংকুচিত রাখতে হয়, যার ফলে বাৎসরিক উৎপাদন ও বিক্রয় যথেষ্ট আশা ব্যঞ্জক ভাবে বাড়ানো সম্ভব হয় নাই।

এই অবস্থা উত্তরনের জন্য কর্তৃপক্ষ বৎসরের শুরু হতে কৃচ্ছতা, সাশ্রয় এবং বিভিন্ন পন্থায় খরচ কমিয়ে মিলটিকে অতীতের মত একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে কোম্পানীর পক্ষে এ বৎসর সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে ডিভিডেন্ড দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

শিল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সকলে অবগত আছেন ২০১৯ সনের বাজারে মহামন্দা জনিত কারনে বস্ত্রের চাহিদা ও মূল্য কমে যাওয়ার কারনে দেশের অন্যান্য স্পিপিং মিলের মত আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংকটের সম্মূখীন হয়। এরপর কোভিড-১৯ মহামারীর কারনে বেশ কয়েক মাস মিল বন্ধ রাখতে হয়, বাজার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কেনা বেচা ও বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে বাজার সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় মিলের বাৎসরিক উৎপাদন মারাত্মক ভাবে কমে যায়।

কোভিড-১৯ সংকটময় সময়ে অনেক শ্রমিক এই পেশা ছেড়ে অন্য বিভিন্ন পেশায় চলে যাওয়ার ফলে কোভিড পরবর্ত্তীকালে মিলে কিছু শ্রমিক সংকট ও দেখা দেয়। কাপড়ের বাজারেও রুচির পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে বিভিন্ন ধরনের সুতার চাহিদার তারতম্য ঘটে।

এই পরিস্তিতিতে কোভিড-১৯ পরবর্ত্তী অবস্থা বিবেচনা করে কোম্পানী নূতন ধরনের পন্য এবং নূতন উৎপাদন পন্থা উদ্ভাবন করে আগামী দিনে মিলটিকে লাভজনক ভাবে পরিচালনার ভাবনা নিয়ে কাজ করছেন।

করোনা পরবর্ত্তী অবস্থা স্বাভাবিক হলে মিলের উৎপাদন ক্ষমতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য কোম্পানী মিলে নূতন চারটি কার্ডিং মেশিন, ২টি অটোলেভেলার সহ ড্রয়িং মেশিন এবং চারটি অটোকোনার ক্রয় করে সংযোগ করার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এতে মিলের বর্তমান কটন সুতার উৎপাদনের পাশাপাশি একই সাথে ভিসকস, সিনথেটিক, এবং মিশ্রিত পিসি সুতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে যার ফলে কোম্পানী স্থানীয় বাজারে আরো প্রাধান্য বাড়াতে সক্ষম হবে।

খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফল:

সফ্‌কো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবসা কার্যক্রম পণ্য এবং সেবা বা অবস্থানের বৈচিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় খাতওয়ারী অথবা পণ্যভিত্তিক ফলাফল বর্ণনা করা হয় নাই।

ঝুকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহঃ

১। মহামারী, পেনডেমিক এর ঝুকি বিদ্যমান।

২। মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভরশীল। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয় এর মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারে যে কোন সময় পরিবর্তনশীল, সেহেতু মিলের উৎপাদন ও লাভ লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে সর্বদা কিছুটা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

৩। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি পরিস্থিতির কারনে দেশের সকল শিল্পকে ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতার মধ্য দিয়ে কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়।

৪। এ ছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাস ঘাটতি, দক্ষ শ্রমিকের ঘাটতি এবং ফসল তোলার সময়ে শ্রমিকের অনুপস্থিতির ফলশ্রুতিতে মিলের উৎপাদন বিঘ্নিত হতে পারে এবং তহবিল ব্যয় বেড়ে যেতে পারে।

৫। শিল্প খাতে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। এ ছাড়া শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ভাতা বছরে বছরে বাড়ছে। এতেও তহবিল ব্যয় বাড়ছে।

৬। শিল্পের ঝুঁকি ও উদ্বিগ্নতাসমূহ সরকারের গৃহিতব্য নীতি নির্ধারনের উপরও যথেষ্ট মাত্রায় নির্ভরশীল।

এমতাবস্থায় অন্যান্য স্পিনিং মিলের মত সফকো স্পিনিং মিলকেও এ সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে যেতে হবে ইনশাল্লাহ্।

বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বিশ্লেষণ, মোট প্রান্তিক মুনাফা এবং নীট প্রান্তিক মুনাফাঃ

বিবরণ	৩০ জুন, ২০২১	৩০ জুন, ২০২০
বিক্রিত পণ্যের ব্যয়	৪২৮,৭৬২,৬৭২	(৩৪৫,৫৮৩,৫৮৩)
মোট মুনাফা	১১১,১৭৬,৩৮৪	(১৩,৮১২,০৪০)
নীট মুনাফা	৬,৭৮৪,৫৯৪	(১৭০,৫১২,০৪৬)

অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি :

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং- ২৩ এ অস্বাভাবিক লাভ বা ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে।

আন্তঃসম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহ :

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ৩৩ এ আন্তঃসম্পর্কিত কোম্পানীর লেনদেন সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হতে প্রাপ্ত তহবিলের ব্যবহার:
এ বছর কোন পাবলিক ইস্যু অথবা রাইট ইস্যু হয় নাই।

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও), রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার, ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি অর্থ বা তহবিল প্রাপ্তির পর কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাঃ

ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং (আইপিও) সম্পন্ন হয়েছে ১৯৯৮ সালে। পরবর্তীতে কোন রিপিট পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইট অফার,ডাইরেক্ট লিষ্টিং ইত্যাদি করা হয় নাই।

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে পার্থক্যঃ

বার্ষিক আর্থিক বিবরণী এবং ত্রৈমাসিক আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-

- চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় হিসাবে প্রদর্শিত হয় (১২,২৩,১৫,৫১৮) কোটি টাকা, যেখানে শেয়ার প্রতি অর্জন দাড়ায় (৪.০৮) টাকা। কিন্তু প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছিল ৭,৪৮,৫৪,১৭৭ কোটি টাকা। যেখানে শেয়ার প্রতি অর্জন ছিল (২.০৯) টাকা।
- চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বিক্রয় ২১,৩৭,৪১,৫৬৪ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও শেয়ার প্রতি অর্জন (৪.০৮) টাকা হ্রাসের কারন হচ্ছে-
- বিক্রিত পণ্যেও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া
- প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি।

স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিকঃ

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ৩৩ এ স্বতন্ত্র পরিচালক সহ পরিচালকদের পারিশ্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিবেদনের উপর পরিচালকগণের বিবৃতিঃ

ক) সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ এবং মূলধনের পরিবর্তন সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

খ) কোম্পানীর হিসাব বহি সমূহ যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করা হয়েছে।

গ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতিতে যথোপযুক্ত হিসাবনীতি সমূহ ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব গত পরিমাপক সমূহ যুক্তিযুক্ত ও বিচক্ষন সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ঘ) ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (আইএএস) যা বাংলাদেশে প্রযোজ্য তা অনুসরণ করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কোথাও কোন ব্যত্যয় থাকলে তা যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঙ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুসংহত কার্যকর ভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষন করা হয়েছে।

চ) কোম্পানীর চলমান অস্তিত্বের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে কোনরূপ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহের অবকাশ নাই।

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের ব্যবধানঃ

গত বৎসরের পরিচালনগত ফলাফলের সাথে চলতি বৎসরের নিম্নোক্ত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়-

- বিক্রয় আয় গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণ হচ্ছে-
  - বিক্রয় বৃদ্ধি
  - চাহিদা বৃদ্ধি
- মোট মুনাফা অনুপাত গত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে
  - বিক্রয় বৃদ্ধি
  - পরিচালনা ও বিজ্ঞাপন ব্যয় হ্রাস।

চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাঃ

কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ মতামত পোষন করেন যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানের আর্থিক মন্দা ও পেনডেমিক কোভিড-১৯ একটি বিচ্ছিন্ন অবস্থা, যাহা অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার। এছাড়া এমন কোন কারণ পরিলক্ষিত হয়নি যার কারণে অদুর ভবিষ্যতে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

বার্ষিক প্রতিবেদনের হিসাবের নোট নং ২.৭ এ কোম্পানীর চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের মূখ্য পরিচালন এবং অর্থনৈতিক উপাত্তের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

বিবরণ	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৭ (পূণঃনির্ধারিত)
টার্ণ ওভার	৫৩৯,৯৩৯,০৫৬	৩৩১,৭৭১,৫৪৩	৫৪৮,৩১৩,৩৮৮	৫৮৭,৪৯২,৩১৫	৫২২,৪২৮,০৩০
মোট মুনাফা/(ক্ষতি)	১১১,১৭৬,৩৮৪	(১৩,৮১২,০৪০)	১৩১,৪৬৫,৭৪৭	৯৮,১৪৭,৩০৩	৯১,৪২০,৮৯৪
কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	১৬,২৯০,০৪২	(১৫০,০৪৩,৩০১)	(১১,০৩০,৭১৫)	১৬,৮৬০,৮১২	১৪,৩২৯,৪৬৪
কর পরবর্তী নীট মুনাফা/(ক্ষতি)	৬,৭৮৪,৫৯৪	(১৭০,৫১২,০৪৬)	(১৪,৫৪৭,৯৬৩)	১২,১৯৬,৭২৬	১১,১০২,৯৬১
মোট মুনাফা অনুপাত	২০.৬%	-৪.১৬%	২৩.৯৮%	১৬.৭০%	১৭.৪৯%
নীট মুনাফা অনুপাত	১.২৬%	-৫১.৩৯%	-২.৬৫%	২.১%	২.১৩%
বিক্রিত পণ্যের ব্যয় অনুপাত	৭৯.৪১%	-১০৪.১৬%	৭৬.০২%	৮৩.৩%	৮২.৫১%
শেয়ার প্রতি অর্জন	০.২৩	(৫.৬৯)	-০.৪৯	০.৪২	০.৩৮

লভ্যাংশ ঘোষনা: পরিচালনা পর্ষদ সম্মানীত শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে উদ্যোক্তা ও পরিচালকবৃন্দ ব্যতিত সকল শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৫% নগদ লভ্যাংশ সুপারিশ করেছেন। এর মধ্যে জেনারেল রিজার্ভের টাকা ৩০,২৯,১৮৪/- অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ:

পরিচালনা পর্ষদ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কোন বোনাস শেয়ার বা ষ্টক লভ্যাংশ ঘোষনা করেনি।

বোর্ড সভাঃ

২০২০-২০২১ইং সনে ৬(ছয়) টি বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২০-২০২১ইং সনে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা এবং পরিচারকবৃন্দের উপস্থিতির তালিকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	পরিচালকের নাম	পদবী অনুষ্ঠিত	বোর্ড সভা	উপস্থিতি
০১	জনাব এস,এ,কে,এম, সেলিম	চেয়ারম্যান	৬	৬
০২	জনাব এস,এ,বি,এম, হুমায়ুন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	৬	৬
০৩	জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	পরিচালক	৬	৬
০৪	জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	পরিচালক	৬	৬
০৫	জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	স্বতন্ত্র পরিচালক	৬	৬

শেয়ারহোল্ডিং সংক্রান্ত বিবরণ:

নাম অনুসারে বিবরণ			শেয়ার সংখ্যা
ক) প্যারেন্ট/ সাবসিডিয়ারী/এসোসিয়েটেড কোম্পানী এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পার্টি সমূহ:			
খ) পরিচালকবৃন্দ:			
জনাব এস, এ, বি, এম, হুমায়ুন	-	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	২৪,২৬,৬৪৩
জনাব এস, এ, কে, এম, সেলিম	-	পরিচালক	২৮,৫৩,২৬৮
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	৮,৭৯,৮৩৮
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	৬,৫০,৮৩৯
গ) প্রধান অর্থ কর্মকর্তা, কোম্পানী সচিব ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রধান:			-
ঘ) নির্বাহীবৃন্দ:			-
ঙ) কোম্পানীতে ১০(দশ) শতাংশ অথবা তার চেয়ে বেশী ভোটের অধিকারী শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ:			-

পরিচালক নির্বাচন:

কোম্পানীর পরিচালক জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ এবং পরিচালক জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম সংঘবিধির ১১০ ধারা অনুযায়ী অবসর গ্রহন করেছেন। পরিচালক জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ স্বপদে পুন:নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য বিধায় পুনরায় নিয়োগ লাভের ইচ্ছা পোষণ করেছেন। উপরে বর্ণিত পরিচালকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ও তথ্যাদি বিএসইসির নোটিফিকেশন অনুযায়ী নিম্নে বিবৃত হল:

জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ:

জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইন্ডস্ট্রিয়াল এন্ড ম্যানুফেকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বি,এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপারেশনস্ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে এম,এসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর পরিচালক এবং সায়হাম জুট মিলস লিঃ এর পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বর্তমানে তিনি সফকো স্পিনিং মিলস লিঃ এর অডিট কমিটির একজন সদস্য। তিনি সফকো স্পিনিং মিলে যোগদান করার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাটেগ ও এমানা এপ্লাইয়েন্সেস এর মতো প্রখ্যাত ইউএস প্রতিষ্ঠান সমূহে দীর্ঘ ০৫ বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ সফকো ও সায়হাম বিভিন্ন ব্যবসার অপারেশন ব্যবস্থানায় সংশ্লিষ্ট আছেন। তিনি ইউএসএ, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউকে, ফান্স, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, মিশর, সৌদিআরব, ইউএই, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চায়না, হংকং সহ বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়িক কাজে ভ্রমন করেছেন।

A Management's Discussion and alalysis signed by CEO or MD presenting detailed analysis of the company's position and operations along with a brief discussion of changes in the financial statements, among others, focusing on:

Particulars	June 30, 2021	June 30, 2020
Gross Profit Margin	20.6%	(4.16)
Operating Profit Margin	23.14%	(10.78)
Net Profit Margin	1.26%	(51.39)
Return on asset	6%	(0.02)
Return on Equity	1.06%	(26.84)
Earning per Share	0.23	(5.69)

Particulars	June 30, 2021 (12 Months)	June 30, 2020 (12 Months)
Revenues	539,939,056	331,771,543
Changes in Percentage	62.74%	(39)
Cost of Goods Sold	428,762,672	(345,583,583)
Changes in Percentage	24.07%	(17)
Operating Expenses	25,061,302	(22,751,890)
Changes in Percentage	10%	(19)
Net Profit after Tax	6,784,594	(170,512,046)
Changes in Percentage	104%	(1,072.07)

(ক) আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করার জন্য একাউন্টিং নীতি এবং মূল্যায়ন।

একাউন্টিং নীতি এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে পূর্ববর্ত্তী বৎসরের সাথে কোন পরিবর্তন নাই।

(খ) একাউন্টিং নীতি এবং প্রাক্কলন পরিবর্তন, যদি থাকে তবে, আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের প্রভাব এবং সেই পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ চিত্রের মধ্যে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা;

নীতি এবং প্রাক্কলন সম্পর্কিত কোনও পরিবর্তন নেই, যার ফলে কর্মক্ষমতা এবং নগদ প্রবাহের উপর কোন প্রভাব নেই।

(গ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সহ) এবং বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহ তাৎক্ষনিক পূর্ববর্ত্তী পাঁচ বছরের সাথে তার কারণ ব্যাখ্যা করা।

Revenue and Result from Operation:

Particulars	2020-2021 (12 Months)	2019-2020 (12 Months)	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)
Sales Revenue	539,934,056	331,771,543	548,313,388	587,492,315	522,428,030
Gross Profit	111,176,384	(13,812,040)	131,465,747	98,147,303	91,420,894
Operating Profit	124,414,973	(35,757,502)	(106,064,576)	93,573,398	79,287,246
Net Profit Before Tax	74,104,544	(150,043,301)	(11,030,715)	16,860,812	17,986,460
Net Profit after Tax	6,784,594	(170,512,046)	(14,547,963)	12,196,726	11,102,961

Statement of Financial Position:

Particulars	June 30, 2021	June 30, 2020	June 30, 2019	June 30, 2018	June 30, 2017
Non-Current Asset	1,431,921,480	1,406,516,545	1100,041,935	1029,389,858	775,242,016
Total Current Asset	592,383,962	565,352,360	555,812,168	512,832,122	492,517,789
Total Asset	2,024,305,442	1,971,868,905	1655,907,101	1542,222,030	1276,759,805
Shareholders' Equity	642,748,183	635,265,823	516,480,711	529,840,386	517,643,660
Non-current Liability	1,086,045,065	1,054,434,952	753,610,117	452,826,254	442,766,804
Current Liability	295,512,194	282,168,130	385,816,273	559,580,390	307,349,341
Total Liability	1,381,557,254	1,971,868,905	1655,907,101	1542,222,030	1267,759,805

Changes in Cash Flows:

Particulars	2020-2021 (12 Months)	2019-2020 (12 Months)	2018-2019 (12 Months)	2017-2018 (12 Months)	2016-2017 (12 Months)
Net Cash Flows from Operating Activities	64,289,987	(44,039,715)	68,718,420	98,957,717	58,597,652
Net Cash Flows or used in Investing Activities	(13,663,326)	(9,844,379)	(233,818,896)	(178,689,437)	(156,221,864)
Net Cash Flows or used in Financing Activities	(44,393,321)	46,952,265	163,923,541	73,390,371	96,766,187

বিক্রয় রাজস্ব পরিবর্তনের কারনঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বিক্রয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারনে সময়ে সময়ে মিল বন্ধ থাকায় এবং বাজার দোকান পাট, যানবাহন বন্ধ থাকায় এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়ার জন্য কোম্পানীর পণ্যের বিক্রয় ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

রাজস্ব খরচ পরিবর্তনের কারণঃ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে রাজস্ব খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজস্ব ব্যয় সাধারনত রাজস্ব আয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়। ২০২০-২০২১ সালে আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খরচ তুলনামূলক বেড়েছে।

নীট মুনাফা পরিবর্তনের কারণঃ

গত অর্থ বছরের তুলনায় এ অর্থ বছরে নীট মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর বিক্রয় বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নীট মুনাফার হার ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঘ) আর্থিক কর্মক্ষমতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থান এবং সহকর্মী শিল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা:

কোনও শিল্প তথ্য পাওয়া যায় না যার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি।

(ঙ) দেশ এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করুন:

বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার গত ০৫ বছরে ৬% ছাড়িয়ে গেছে।বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে এবং ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হওয়ার পথে চলেছে।এই ধরনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে দেশে এবং বিদেশে আমাদের বস্ত্র খাতের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে।

(চ) আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত ঝুঁকি ও উদ্বেগ, ঝুঁকি ও উদ্বেগ হ্রাসের কোম্পানীর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা:

কাঁচামাল ঝুকি ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধিঃ

সফ্‌কো স্পিনিং মিল একটি সুতা উৎপাদনকারী মিল এবং মিলের উৎপাদন সরাসরি আমদানীকৃত কাঁচামাল তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার এর উপর নির্ভরশীল। তুলা ও পলিয়েষ্টার ফাইবার উভয়ই আমদানীতব্য কাঁচামাল বিধায় এর মূল্য আন্তর্জাতিকবাজারে যেকোন সময় পরিবর্তনশীল। সেহেতু মিলের লাভ-লোকসান আমদানীকৃত কাঁচামালের মূল্য তারতম্যের কারনে সর্বদা কিছুটা ঝুকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে।

সফকো স্পিনিং মিল কর্তৃপক্ষ সবসময় আন্তর্জাতিক কাঁচামাল এর বাজার সম্পর্কে সচেতন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে কাঁচামালের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে অনুসন্ধান করা সহ বিভিন্ন সরবরাহকারীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখলে এবং যথা সময়ে কাঁচামাল ক্রয় করলে কাঁচামালের খরচ বাড়ানোর ঝুকি কিছুটা কমতে পারে।

শ্রম অস্থিরতা ও ব্যবস্থাপনার উপলব্ধিঃ

সফ্‌কো স্পিনিং কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। মিলে শ্রমিক মালিক সু সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বজায় আছে। কর্মচারী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে উন্নত ও দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার দিকে কর্তৃপক্ষ সর্বদা গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কর্মকর্তা, কর্মচারী, এবং শ্রমিক যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সু-চিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। এতে শ্রমিকের মধ্যে শ্রম অস্থিরতার ঝুকি অনেক কম।

সুদের হার ঝুকি ও ব্যবস্থাপনা উপলব্ধিঃ

কোম্পানী বিভিন্ন ব্যাংকগুলো থেকে দীর্ঘ এবং স্বল্প মেয়াদী ঋণ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্ধিত হতে পারে। যদি বিদ্যমান ব্যাংক ঋণের সুদের হার বর্তমান স্তর থেকে বৃদ্ধি পায় তবে নগদ প্রবাহ এবং লাভজনকতা বাধাগ্রস্থ হবে।

কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ সর্বদা কোম্পানীর সর্বোত্তম মূলধন কাঠামো বজায় রাখার জন্য তার অর্থ পরিচালনার উপর জোর দিয়ে থাকে যাতে মূলধনের খরচ সর্ব নিম্ন থাকে।

ছ) কোম্পানীর অপারেশন কর্মক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থানের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা পূর্বাভাস, যা যথাযথভাবে এজিএম এ শেয়ারহোল্ডারদের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করা হবে:

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

বিএমআরই এর মাধ্যমে সফ্‌কো স্পিনিং মিলের দীর্ঘ দিনের পুরানো মেশিনগুলোর পরিবর্তন করে অনেক নুতন মেশিন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মেশিনের তথা মিলের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, পণ্যের গুনগতমান ও উন্নত হয়েছে তবে উৎপাদন কাংখিত লক্ষ্যে পৌছার জন্য আগামী বছরগুলিতেও নুতন কয়েকটি যন্ত্রপাতির প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সু-সংহত করা হবে। নুতন মেশিনের সংযোজন হওয়ার ফলে মিলের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ও উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে বলে বিশ্বাস করি এবং ভবিষ্যতে মিল ভাল মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

অডিট কমিটি:

কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের একটি উপ কমিটি হিসাবে অডিট কমিটির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	-	স্বতন্ত্র পরিচালক	:	চেয়ারম্যান
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	:	সদস্য
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	:	সদস্য

অডিট কমিটির প্রতিবেদনঃ

অডিট কমিটি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৪টি সভা সম্পন্ন হয়েছে এবং বছরব্যাপী স্বীয় অডিট কার্যক্রমে কোন অনিয়মের সন্ধান পান নাই মর্মে পরিচালনা পর্ষদের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেছেন। অডিট কমিটির রিপোর্ট অত্র প্রতিবেদন এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

নমিনেশন এবং রিমুনারেশন কমিটি (NRC) :

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নোটিশ নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাসন/৮০ জুন ০৩, ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের একটি উপ কমিটি হিসেবে নমিনেশন এবং রিমুনারেশন কমিটির বিবনণ নিম্নরূপ:

জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী	-	স্বতন্ত্র পরিচালক	:	চেয়ারম্যান
জনাব সৈয়দ সাকেব আহমেদ	-	পরিচালক	:	সদস্য
জনাবা সৈয়দা মোমেনা বেগম	-	পরিচালক	:	সদস্য

নমিনেশন এবং রিমুনারেশন কমিটি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ২টি সভা সম্পন্ন হয়েছে।

স্বতন্ত্র পরিচালকঃ

কোম্পানীর স্বতন্ত্র পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মোফাচ্ছেল আলী নির্দিষ্ট মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২১ইং সমাপ্ত হবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ইং পত্র নং- এসইসি/এসআরএমআইসি/১৪১/২২৩ দ্বারা ৪ (চার) জন স্বতন্ত্র পরিচালক সর্ব জনাব ১। এডভোকেট এস, এম, মুনির, ২। কর্ণেল (অবসর) মোস্তাফিজুর রহমান, ৩। প্রফেসর ডঃ সুমন দাস, ৪। মোঃ ওয়ালি উল্লাহ নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন।

নিরীক্ষক নিয়োগঃ

কোম্পানীর বর্তমান নিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অত্র সভায় নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিধান এবং ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ (লিষ্টিং) রেগুলেশন, ২০১৫ইং অনুযায়ী পুনঃনিয়োগ এর যোগ্য নহেন।

ইতিমধ্যে কয়েক জন লিষ্টেড নিরীক্ষক কোম্পানী ২০২১-২২ অর্থ বছরের নিরীক্ষক নিয়োগ লাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সবকিছু বিচার বিবেচনা করে পরিচালনা পর্ষদের ০৯-০৯-২০২১ইং তারিখের সভায় মেসার্স কাজী জহির এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে সর্বমোট ৩,৫০,০০০/- টাকার পারিতোষিকে ২০২১-২২ইং অর্থ বছরের জন্য নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং এই নিয়োগের ব্যাপারে অত্র বার্ষিক সভায় শেয়ারহোল্ডর কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কোড কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটের প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট নিয়োগঃ

মেসার্স এম জেড ইসলাম, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অত্র সভায় নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ করেছেন। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৯ নং ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্রের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস আবেদন করেছেন। পরিচালনা পর্ষদের ০৯-০৯-২০২১ইং তারিখের সভায় মেসার্স রহমান মোস্তফা আলম এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে মোট ৫০,০০০/- টাকার পারিতোষিকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে নিয়োগ প্রদান কর হয় এবং নিয়োগের ব্যাপারে অত্র বার্ষিক সভায় শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

কর্পোরেট গভার্নেন্স কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদনঃ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নোটিফিকেশন অনুযায়ী ৬ নং ধারা অনুসারে সিইও এবং সিএফও কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র, ৭(১) ধারা অনুসারে প্রফেশনাল একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক প্রত্যায়ন পত্র এবং ৭(২) ধারা অনুসারে কর্পোরেট গভার্নেন্স প্রতিপালন প্রতিবেদন যথাক্রমে সংযুক্তি A,B এবং C এর মধ্যে বর্ণনা/প্রকাশ করা হলো।

ব্যবস্থাপনা শ্রমিক সম্পর্কঃ

মিল কারখানায় সুষ্ঠ উৎপাদনের স্বার্থে শ্রমিক মালিক সু-সম্পর্ক ও সুন্দর পরিবেশ বিরাজমান রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সর্বদা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মচারীদের কল্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে আসছে। শ্রমিক ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি ও কল্যানমূলক কাজে কোম্পানী সবসময়ই প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকগন যাতে সুষ্ঠভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, সুচিকিৎসার সুযোগ পায় সেদিকে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ দৃষ্টি রেখে আসছে। দ্রব্যমূল্য বিবেচনা করে চলতি আর্থিক বৎসরে বেতন ভাতাদি পর্যাপ্ত পরিমানে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীদের চিকিৎসা ও সামাজিক কারন ও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ক্ষেত্র বিশেষে কোম্পানী আর্থিক সহায়তা দান অব্যাহত রেখেছে। শ্রমিক, কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আসছে। মিলে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকার কারনে উৎপাদনের সুষ্ঠ পরিবেশ বিরাজমান আছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কার্যক্রমঃ

যে জনপদে মিলটি প্রতিষ্ঠিত সে এলাকার জনগনের কাছে প্রতিষ্ঠানের কিছুটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ কর্তৃপক্ষ সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে এই এলাকার স্থানীয় আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দিকে সর্বদা সম্পৃক্ততা রেখে আসছে। এলাকার জনগণের বিভিন্ন অসুবিধায় কিংবা দুর্যোগে সহযোগিতা ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে মিল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মত আর্থিক সহযোগিতা দান করে থাকেন। এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান এবং ছাত্র বৃত্তি সহ বিভিন্ন সমাজকল্যানমূলক কাজে কোম্পানী সহযোগিতা করে আসছে।

উপসংহারঃ

সফকো স্পিনিং মিলস্ লিঃ এর পরিচালনা ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, পূবালী ব্যাংক লিঃ, জনতা ব্যাংক লিঃ সহ বিভিন্ন ব্যাংক সমূহ সরকারী ও বেসরকারী দপ্তর সমূহ বিশেষ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন,ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ, বিনিয়োগ বোর্ড,কাষ্টমস ও ভ্যাট কর্তৃপক্ষ, হবিগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিঃ, পরিবেশ অধিদপ্তর, শ্রম দপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড, গ্রীণ ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিঃ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় জনগন সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পর্ষদ বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কোম্পানীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকবৃন্দকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য কোভিড-১৯ সহ বিভিন্ন প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও কোম্পানী তার কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষভাবে সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন, মূল্যবান পরামর্শ প্রদান এর জন্য পরিচালনা পর্ষদ তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তায়ালার কাছে আগামী বছরগুলোতে কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে এবং আপনাদের সু-স্বাস্থ্য ও কল্যান কামনা করে উপস্থাপিত প্রতিবেদন সমাপ্ত করছি। আল্লাহ্ আমাদের মঙ্গল করুন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
এস, এ, কে, এম, সেলিম
চেয়ারম্যান

তারিখঃ
ঢাকা ২৮ অক্টোবর, ২০২১ইং